দর্শনার গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীর পথ সভায়

ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টা থেকে চুয়াডাঙ্গা ২ নির্বাচনী এলাকা দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন তিনি। পরে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নের আরও ৮ স্থানে পথসভা করেন বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার..রাষ্ট্র সবার। ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না..একই সাথে ধর্ম নিয়ে আমরা কোনো ব্যবসা করতে চায় না। একেবারে পরিষ্কার বিষয়। ধর্মকে ব্যবহার করে আমরা রাজনীতি করতে চায় না। এটাই বিএনপির রাজনীতি। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বার বার সংগ্রাম করেছেন দেশের মানুষের অধিকারের জন্য। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী বাবু খান বলেন, আমরা অতীতে সেকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অধিকাংশই পালন করেছি। আমরা কখনোই বলি নাই যে, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ১০০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, অধিকাংশ পূরণ করার চেষ্টা করি।

বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, আপনাদের দাবির ভেতরে নাই, কিন্তু আমরা যেটা বলি..সেটা হচ্ছে কৃষির উন্নয়ন। অত্র অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হলো আমাদের প্রতিশ্রুতি। সেটা আমরা করব। আমরা আরও একটি প্রতিশ্রুতির কথা বলি যেটা হচ্ছে নতুন ধারণা, যেই ধারণা অত্র অঞ্চলে নাই সেটা হচ্ছে এই…মোবাইল হাসপাতাল। এখান থেকে অনেক দূরে হয়তো হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু মৌলিক যে পরীক্ষা, সেগুলো বাসের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থার থাকবে। সেই বাসটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়ন ঘুরাঘুরি করবে। যারা প্রয়োজন মনে করেন.. একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ এই হাসপাতালগুলোতে যেয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করাতে পারবেন। সেই উদ্যোগ আমরা নেব।

বাবু খান বলেন, ধানের শীষের প্রতি আপনাদের অতীতে সমর্থন যেভাবে ছিল আমরা চায় সেইভাবে ধানের শীষের প্রতি আপনাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা উপহার দেব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহ-সভাপতি আক্তার হোসপন, সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির মহাব্বত আলী, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, অপকার করি না

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমরা যদি মনে করি আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা যদি মনে করে অত্র এলাকার অবকাঠামো অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি রাস্তা- ঘাটের উন্নয়ন চলমান থাকবে, আমরা যদি মনে করি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আমরা যদি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, তাহলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে হবে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গড়াইটুপি ইউনিয়নে পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা ৩টায় মাহমুদ হাসান খান বাবু গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কে টি জি এম ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন।

পথসভায় তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস আমরা সবাই করি। আমরা এখানে যারা আছি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ধরেন এই আদর্শে বিশ্বাস করি। অন্য ১০ জন আমরা কী বলছি সেটা শোনার জন্য এসেছি।এই যে ৯০ জন আমরা এসেছি শতকরা, আমাদের কাজ হবে, আমাদের এই ধানের শীষের প্রতি মানুষের আস্থাটা যাতে বজায় থাকে এবং ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো এই কয়টা মানুষের ভোটে জিতন না। আমাদের জিততে হলে আমাদের বিশেষ করে যারা মা-বোন যারা বাসায় আছে তাদের সঠিক জিনিসটা বোঝাতে হবে।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি বলেন, আপনারা অতীতে দেখেছেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, যারা বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করেছি, উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, কোনো জায়গায় সফল হয়েছে, কোনো জায়গায় হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের নামে, কারও চাকরি-বাকরি দেওয়ার নাম করে, কারও সুপারিশের জন্য কোনো জায়গায় কোনো ধরনের দুর্নীতি আমাদের আগের যিনি এমপি ছিল মোজাম্মেল হক সাহেব, উনি করেছিলেন? না করিনি। উনারই উত্তরশরী আমরা, আমরা একই আদর্শ বহন করি এবং মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে অন্তত অপকার করি না। চলার পথে আমাদের নেতা-কর্মীর আমিসহ কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহসভাপতি মো. আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিদুল জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খাইরুল হাসান, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মহাব্বত আলী, সহসভাপতি মো. রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাহাজুল হক প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে এসএসসি

পরিক্ষার্থীর আত্ন*হত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামে মা বাবার উপর অভিমান করে সুজয় বিশ্বাস (১৬) ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সুজয় বিশ্বাস দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামের কার্তিক মাঝির ছেলে।

জানা যায়,গতকাল বুধবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১০ টার দিকে মা বাবা পড়াশুনার জন্য গালিগালাজ করলে সবার অজান্তে নিজ শয়ন কক্ষে সুতার রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ডাকাডাকি করলে কোন শব্দ না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখে আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়েছে। বাড়ির লোকজন চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এসে সুজয় বিশ্বাসের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন,মা বাবার কোন অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়ায় মা বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অভিযনে মহিলাসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মহিলাসহ ৪জনকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালায় গড়াইটুপি মেলার মাঠ পাড়ায়।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের উপ পরিদর্শক আকবার হোসেনের নেতৃত্বে গড়াইটুপি আঃ রশিদের বাড়ি অভিযান চালায়।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বসত ঘর থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ জোসনা খাতুন (৩৫) আটক করে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করেন। পরে সকাল ১১ টার দিকে একই পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬০ গ্রাম ও ৪০ গ্রাম গাঁজাসহ আলা ভৃইয়া (৫০) ও হারুন মন্ডল (৫৫)কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত ২ জন গড়াইটুপি মেলা মাঠ পাড়ার আলী হোসেন ও আয়ুব মন্ডলের ছেলে। পরে তার বিজ্ঞ এক্সকিিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহাকরী ভৃমি মোঃসাজ্জাদ হোসেন ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১শ টাকা জরিমানা করে জেল হাজতে প্রেরন করেন। অপরদিকে শনিবার বেলা ৩ টার দিকে তিতুদহ ইউনিয়নের গবরগাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ শহিদুল ইসলামকে (৪৫) আটক করে। আটককৃত শহিদুল গবরগাড়া গ্রামের আবু সিদ্দিকের ছেলে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। উদ্ধার করেছে ডাকাতির কাজে ব্যাবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম।

জানা গেছে গতকাল শনিবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানাধীন তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ফকির ফেরদৌস আলী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গড়াইটুপি ইউনিয়নের সাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জনৈক ওয়াহেদ মিয়ার ইট ভাটার পশ্চিম পাশে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ ডাকাতির প্রস্তুতিকালে মনির হোসেন (৩২) ও রফিকুল ইসলাম(৪১) নামের ২ জন ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ডাকাতি কাজে ব্যবহিত বিভিন্ন সরঞ্জাম।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি গাছ কাটা লোহার করাত, দুইটি লোহার রডের কাটা অংশ,দুইটি হাসুয়া,একটি সুতার পাকানো রশি, চারটি বাঁশের লাঠি, একটি কেটে ফেলা গাছের গুড়ি, ছয়টি বিভিন্ন সাইজের পুরাতন ব্যবহৃত সেন্ডেল।

এদের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি, একটি মারামারি এবং একটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা ইতিপূর্বে রয়েছে এমর্মে রেকর্ড আছে। গতকালই দুজনের বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা গড়াইটুপিতে ইয়াবাসহ রহিম বাদশা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদরের ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গড়াইটুপির রহিম বাদশাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিতুদহ গ্রামের ডিগ্রীর মাঠ হতে ৩৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবরগাড়ার জহির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ফকির ফেরদৌস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ গ্রামের ডিগ্রীর মাঠের জনৈক সেলিম রেজার মৎস ঘের সংলগ্ন পানির পাম্পের দক্ষিন পাশে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এসময় তিতুদহ হতে গোবরগাড়াগামী মেঠো কাঁচা রাস্তার উপর হতে ৩৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ রহিম বাদশা (১৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক
বাজার মূল্য ৯ হাজার ৯ শত টাকা মূলে জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ

করে।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী রহিম বাদশা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবরগাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও জহির উদ্দিনের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও জনদুর্ভোগের অভিযোগে জরিমানা, ফার্মেসী সিলগালা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপির বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। এ অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার দায়ে ও পাকারাস্তার পাশে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে জরিমানা আদায় করা সহ একটি ঔষধ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে সীলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলামের নের্তৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপি ও খাড়াগোদা বাজারে।

এ অভিযানে ইউনিয়নের খাড়াগোদা বাজারের মেসার্স জাহানারা মেডিকেল হল নামের এক ঔষধ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার দায়ে ফার্মেসী মালিক আনোয়ার হোসেনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা সহ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ১৪ দিনের জন্য সিলগালা করে দেন। এরপর খাড়াগোদা বাজারের সন্নিকটে একটি “স” মিলের লাইসেন্স ও মালিক না থাকার কারনে স্যালোমেশিন জব্দ করা হয়েছে। সেই সাথে ওই “স” মিলের রাস্তার পাশে থাকা কাঠ না রাখার বিষয়ে সতর্ক করেন।

একই অভিযানিক মোবাইল কোর্ট ইউনিয়নের গড়াইটুপি বাজারে

পাকারাস্তার পাশে বালু রেখে বিক্রি করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ভুষিমাল ও বালু ব্যাবসায়ী হাসান আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ১ সপ্তাহের মধ্যে বালু অন্যত্রে সরানোর নির্দেশ দেন।

এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এবং ভ্রাম্যমান আদালতে রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ।

গড়াইটুপিতে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক জরিমানা

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক তৈরী করে ভাইরাল। টিকটকার গড়াইটুপির সতিনাথ কর্মকারকে ভ্রাম্যামান আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের বিমল কর্মকারের ছেলে।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের কয়েকজন স্কুলগামী ছাত্রী শিক্ষার্থীর ভিডিও করে টিকটক তৈরীর পর তা ছড়ানো হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। এ টিকটক মূহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়ে ফেসবুকে। তা প্রশাসনের নজরে পড়লে টিকটকারকে সনাক্ত করে আটক করে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। পরে তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করা হলে আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সতিনাথ কর্মকার (৩০) নামের এক টিকটকারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় অভিযুক্ত ভ্রাম্যমান আদালতকে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে কারাদন্ড থেকে রেহায় পায়।

তিতুদহ ক্যাম্পের এএসআই ইদ্রিস আলী বলেন, বেশ কিছুদিন পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপিতে কয়েকজন স্কুলগামী স্কুল ছাত্রীর ভিডিও করে টিকটক তৈরীর পর তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছাড়া হয়। এ ভিডিও

মুহুর্তের মধ্যে ভইরাল হওয়ায় আমাদের নজরে পড়ে।

এরপর টিকটকারকে সনাক্ত করে তাকে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে গড়াইটুপি থেকে আটক করা হয়।

আটকের পর তাকে হাজির করা হয় ভ্রাম্যমান আদালতে। এসময় ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি).মাজহারুল ইসলাম অভিযুক্তকে স্কুল শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক বানিয়ে ফেইসবুকে ভইরাল করার অপরাধে সতিনাথ কর্মকার (৩০) নামের ওই ব্যাক্তিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ফলে অভিযুক্ত সতিনাথ কর্মকার ভ্রাম্যমান আদালতের দেওয়া প্রদানকৃত রায়ের জরিমানার টাকা পরিশোধ করে মুক্ত হয়। অভিযুক্ত টিকটকার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের বিমল কর্মকারের ছেলে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন যারা এ ধরনের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকবে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

গড়াইটুপিতে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শ্রী কাত্যায়নী পূজা

কার্তিক বা কত্যায়নী পূজা হিন্দু বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব কে ঘিরে চুয়াডাঙ্গায় এবারও পুরনো রীতি অনুসারে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী কত্যায়নী পূজা উৎসব মুখর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কলাগাছি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্জার সকল কাজ সম্পুর্ন শেষে আজ ৩০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ পূর্জার আনুষ্ঠানিকতা। ৫ দিনের এ উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর দশমী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

এ বিষয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ শফিকুর রহমান রাজু’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন,ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামটি খুবই সীমিত মানুষ নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম। পুরোনো রীতি অনুসারে এখানে প্রতি বছরের এ দিনটিকে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর শত বছরেরে পুরনো এ কার্তিক পূজার আয়োজনে করে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে আসছেন।

দর্শনার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড় থেকে ৩ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড়ে অভিযান চালিয়েছে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। এ অভিযানে প্রায় ১ হাজার পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মেদেনিপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে হাকিম (২৯) একই গ্রামের সামাদ আলীর ছেলে হাসিবুর (২৮) ও উথলী ইউনিয়নের সিংহনগর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে ওয়াসিম (২৭)।

পুলিশ জানায়, রোববার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীবের নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ব্রীজ মোড়ের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালায় তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ।

এসময় উক্ত স্থানে ৩ জনের দেহ তল্লাশী করে ৯৯০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাদেরকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনার তিতুদহ ক্যাম্প ইনচার্জ এস,আই আনোয়ারুল ইসলাম জানান, দুপুর দেড় টার দিকে ৪/৫ জন লোক স্থানীয় গড়াইটুপি মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ দেখে পালানোর চেস্টা করে।

এ সময় পুলিশ ৩ জনকে ধরে ওদের দেহ তল্লাশি করে ৯৯০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের সহ তাদেরকে আদালতে প্রেরনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।